সলিলের জলতরঙ্গ

সঙ্কলন ও তথ্য সহায়তা: গৌতম চৌধুরী

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ :: জ্যোতি চৌধুরী, সবিতা চৌধুরী, অন্তরা চৌধুরী

সঙ্গে সবিতা ও অন্তরা

সঙ্গে অন্তরা ও সঞ্চারী

গৌতম চৌধুরী

বাঙলা সঙ্গীত জগতে সলিল চৌধুরীর স্থান প্রথম কয়েকজনের মধ্যে। বৈচিত্র্যে তিনি সম্ভবতঃ সকলের আগে। আর গীতিকার ও সুরকার এই দুই পরিচয় মিলিয়ে দেখলে তিনি একমাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরে স্থান পাবেন। তাঁর রচিত বা সুর সংযোজিত গানের সংখ্যা সব ভাষা মিলিয়ে প্রায় ১১০০-১২০০ হবে। বাঙলায় এই সংখ্যা ৫৫০ মত। গণসঙ্গীত ও রিমেক-রিমিক্স বাদ দিলে শচারেক গান বেসিক ও সিনেমা মিলিয়ে পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রতিবেদনে সলিল চৌধুরীর সঙ্গীত সম্ভারে বাঙলা গানের তালিকা দেওয়া হল। তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী পরের কয়েক পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। সলিলের পরিবার, আত্মীয় স্বজন, শিষ্য প্রশিষ্য, বন্ধু বান্ধব ও ভক্ত অনুরাগীরা যদি দয়া করে এই রচনাটির ত্রুটিগুলি সংশোধন করায় সাহায্য করেন ও বিশদ বিবরণ বা তথ্য সহায়তা দানে রচনাটির মান উন্নয়নে আমাদের সাহায্য করেন তো বঙ্গদর্শন ও সমস্ত বাঙালী জনগণ তাঁদের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে।

সলিল চৌধুরীর জন্ম ১৯২৩ (মতান্তরে ১৯২২ বা ১৯২৫) খ্রীষ্টাব্দের ৯ নবেম্বর বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গাজীপুর গ্রামে। তাঁর জন্ম অনেকের মতে কোদালিয়ার মামার বাড়ীতে। এই কোদালিলয়া হরিনাভি অঞ্চলেই তিনি বড় হয়েছেন, লেখা পড়া করেছেন। কার্যত কোদালিয়া হরিনাভিই তাঁর পিত্রালয়। তাঁর পিতার নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ, মাতার নাম বিভাবতী। সলিল চৌধুরীর তিন ভাই ও চার বোন ছিল। ভাইদের নাম সুনীল, সমীর, সুহাস; আর বোনেদের নাম লিলি, হাসি, কাজল ও মিণ্টু। তাঁর পিতা ডাক্তার ছিলেন। তিনি কর্মজীবনের একটা বড় অংশ আসামে চা বাগানে কর্মরত ছিলেন। সলিলের শৈশব ও বাল্যকালের একটা অংশ পিতার কর্মস্থলে কেটেছে। যদিও পরে তাঁর পিতা ---------- দেশে ফিরে আসেন। সলিলের পড়াশুনা কোথায় আরম্ভ হয় তা সঠিক কারও জানা নেই। তবে তিনি কিছুটা বড় হয়ে হরিনাভি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অ্যাংলো স্যান্সকৃট (ডি ভি এ এস) বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন এবং সেখান থেকেই তিনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পাস করেন। তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং ইংরাজীতে সর্বোচ্চ (বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে) নম্বর পেয়েছিলেন। এর পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই এ পাস করেন ---- খ্রীষ্টাব্দে। তিনি স্নাতক হয়েছিলেন কিন্তু এম এ পড়েছিলেন কিনা বা কি বিষয় নিয়ে পড়েছিলেন সেগুলি এখনও জানা যায়নি। এই সময়েই তিনি কমিউনিষ্ট ভাবধারায় প্রভাবিত হন এবং বামপন্থী চিন্তায় অভিভূত হয়ে পড়েন। কারও কারও মতে তিনি স্নাতক স্তরের পড়াশুনা সমাপ্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে বামপন্থীদের সান্নিধ্যে আসেন। যাই হোক, অসমর্থিত তথ্যভারে পাঠকদের বিব্রত না করে কাজের কথায় আসা যাক।

সম্ভবতঃ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে সলিল বামপন্থী গণ আন্দোলনের এক শাখা ইণ্ডিয়ান পিপল্‌স থিয়েটার এর জন্য গান রচনা ও সুর সংযোজন করা আরম্ভ করেন। তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির কাজকর্মে যোগ দিতে থাকেন এবং তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, ১৯৪২ এর ভারত ছাড় আন্দোলন, পঞ্চাশের

ভয়াবহ মন্বন্তর (১৯৪৩ খ্রীঃ) তাঁর তরুণ মনের উপর প্রভূত প্রভাব সঞ্চার করেছিল। এই সম্মিলিত অনুভূতি প্রতিবাদী লেখক গায়ক সুরকার সলিলের মানসিক গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মাত্র আট বছর বয়সেই সলিল বাঁশী বাজাতেন সুন্দরভাবে। যে কোন গান গাইতে চেষ্টা করতেন এবং কৈশোরেই গানের সুর আয়ত্বের আনা তাঁর কাছে খুব সহজ ব্যাপার ছিল। সে যুগের সব গানের ফর্ম তাঁর নখদর্পণে ছিল। পিতার সংগ্রীহিত কিছু বিদেশী গান ও যন্ত্রসঙ্গীতের রেকর্ড শুনে পশ্চিমী সুরের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ গড়ে ওঠে। যুবা বয়সে তিনি পিয়ানো বাজাতে শেখেন, এবং জীবনের অধিকাংশ সুরসৃষ্টি পিয়ানোয় বসেই করেন। সলিলের সুরতরঙ্গে পিয়ানোর টুং টাং শব্দ বা তার ধ্বনিমাত্রিক কোন স্বর বা যন্ত্রের অনুরণন তাঁর সিগনেচার, যা সহজেই তাঁর সুরসৃষ্টিকে এক কথায় চিনিয়ে দেয়। অনেকে মনে করেন ওয়েষ্টার্ণ বিট নির্ভর কম্পোজিশনই সলিলের বৈশিষ্ট্য। আবার অনেকে তাঁর সুরবৈচিত্রের মধ্যে ওয়েষ্ঠার্ণ রীতিগুলিকে একটি অংশ মাত্র মনে করেন। ভারতীয় মেলডি ও মডিউলেশন ওয়েষ্টার্ণ বিট সিকোয়েন্সে মার্জ করে তিনি রচনাগুলিকে সম্পূর্ণ ভারতীয় সৃষ্টিতে পরিণত করেছেন। এই কাজ আরও অনেকই করেছেন। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান, পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব এইসব কচকচি নিয়ে ব্যবসা করেন, তাঁরা লক্ষ্য করবেন যে পাশ্চাত্য অরিজিনালটি প্রায়সই নীরস। টমি বা গোরার ব্যাণ্ডের সৈনিকের মত স্টিফ্। আর রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেরই সুপ্রযুক্ত। যদিও আজকের নিরিখে তা কিছুটা পানসে। সলিল যা করেছেন তা আধুনিক গানের ক্ষেত্রে একটি অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার। বিট এদেশেও আছে বা ছিল। কিন্তু গায়নে সেটি মাত্রা নির্ধারণের কাজ বাদ দিয়ে আর কোথাও সে ভাবে লাগানো হত না। ভারতীয় সঙ্গীতের মাধুর্যের মূল কারণ হল মেলিডিয়াস কন্টিনিউয়িটি। এমনকি "যতি" অলঙ্কারটিও ফেড-আউট ও ফেড-ইন অংশের মধ্যে রিস্টার্ট করতে হবে ভল্যুমে কণ্ট্রাষ্ট না করে। সলিল কোথাও এর ব্যতিক্রম করেন নি। শ্রুতিকটু কোন অংশ তিনি উপহার দেন নি। সুতরাং পিয়ানোয় কম্পোজ করে দেশজ উপাদানে ডেলিভারী করে তিনি নিঃসন্দেহে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দিয়েছেন। এই ষ্টাইলের জনক রূপে সারা দেশে শ্রদ্ধা তাঁর প্রাপ্য। যেখানে তিনি প্রায়শঃই সমালোচিত হয়েছেন, সেটা ভুল কারণে। বহু গানে সুর দিতে গিয়ে তাঁর গানে অনেক রিপিটেশন এসে গিয়েছিল, শ্রোতারা ওয়েষ্টার্ণ ইন্‌ফ্লুয়েন্সকে সেই একঘেয়েমির কারণ বলে দেখাতেন।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অ্যাডাপ্টেশন একদিনে আসেনি। তিনি বাঙলার সব ফোক ফর্মে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সব বৈঠকী গানের, কীর্তনের, রাগ রাগিণীর তিনি সার গ্রহণ করেছেন। তিনি বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় বা অপরিবর্তিত কীর্তন ইত্যাদির প্রয়োগ তেমন করেননি সম্ভবতঃ তাঁকে করতে বলা হয় নি বলে। যা করেছেন তাও বহুলাংশে অতুলনীয় এবং দু একটি ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শক কলাকৃতি। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে এবং পরে বোম্বাই যাবার পরে পঞ্চাশের দশকে সলিলের ট্রানজিশন খুব সহজেই চোখে পড়ে। বাজারের দাবীতে তিনি নিজেকে পুনর্গঠিত বা রি-অর্গানাইজ করেছেন মাত্র। তবে কোথাও তিনি তাঁর প্রতিবাদী সত্তাকে ঢেকে রাখতে পারেন নি। মোহনকে জাগাতে গিয়েও তিনি দাবী পেশ করে ফেলেছেন প্রায়। সলিল চৌধুরী সলিল চৌধুরীই, তিনি কারবণ কপি বা জেরক্স নন।

তিনি কোন চারকোণা ছাঁচের আউটপুট নন, এক মাল্টি ফরম্যাট মাল্টি ডাইমেনশনাল ইভল্ভিং ক্রিয়েশন। তাতে কিসের কিসের ইনফ্লুয়েন্স আছে তা অরসিকেরাই চর্চা করবেন। সুরের জগতের রসগ্রাহীরা রামকৃষ্ণদেবের কথা অনুসারে তৃপ্তি করে আমটি খাবেন। আর আমটির স্বাদ যে জানে সে জানে। সুর ইঞ্জেকশন দেওয়া যায় না। নয়েজ মেকারদের সঙ্গে সলিলকে তুলনা করাই মহাপাপ। তিনি সোজাসুজি কপি করতেন না। কোন এক্সপ্রেশন বা ফ্রেজ লেভেলের বাইরে কিছু তুলেছেন বলে জানা নেই। তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত বা বিটের অন্ধ অনুগামী নন। তিনি এগুলিকে তাঁর অনুপম সুরসৃষ্টিতে সীমলেশ ভাবে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর তুলনা তিনি। যাঁরা জানতেন তাঁদের মধ্যে লতা এখনও বেঁচে আছেন। যাঁরা শোনেন তাঁরা উপভোগ করেন। যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের কপাল ঠকঠাকনো ছাড়া আর কিছু করার নেই।

সলিল একজন সফল কবি। আমরা এঁদের গীতিকার বলতেই অভ্যস্ত। কারণ যাঁরা সুরের প্রয়োজনে লেখেন, তাঁদের ছন্দ ত্যাগ করার উপায় নাই। যাঁরা ছন্দে লেখেন তাঁরা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। তাঁরা মধ্যযুগের সাহিত্যিকদের সমতুল। যাঁরা একটা অন্ত্যমিল খুঁজতেও এক প্যাকেট সিগারেট পুড়িয়ে ফেলেন আর সারা রাত জেগে একটির পর একটি শব্দের স্থানান্তর করে লেখাটিকে কবিতা পদবাচ্য করার চেষ্টা করেন, তাঁদের স্বীকৃতি দিলে গীতিকারদের কবি হওয়ার কোন অধিকার নেই। যেমন নেই কবিয়ালদের। ভুলেও তাঁদের কবি বলা চলবে না। ছাত্রজীবন থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি প্রায় হাজার খানেক কবিতা লিখেছেন। এগুলির অধিকাংশই সুর সংযোজিত হয়ে গানে পরিণত হয়েছে। যেগুলি হয়নি সেগুলি সংরক্ষিত হলে জাতির কল্যাণ। তাঁর নামে ট্রাষ্ট গঠিত হয়েছে, আশা করা যায় কিছু নষ্ট হয়ে যাবে না। তবে বিপ্লবীদের দখলে থাকা সৃষ্টিগুলির অস্তিত্ব নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। এতগুলি বিপ্লবের পরও আশা করা অন্যায়। নিরীহ, দরিদ্র, নিস্তেজ বাঙালী তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কি করতে পারে। হ্যাঁ ঈর্ষ্যা করা যেতে পারে। বলা যেতে পারে আমরা জানতাম এরকমই হবে। বাঙালীদের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। তবে নিশ্চিহ্ন হতে বাধা নেই।

সলিলের কর্মজীবনে সুরের যাত্রাই এখানে প্রধানতঃ আলোচিত হবে। তার আগে ব্যক্তিজীবনের কিছু কথা সেরে নেওয়া যাক। কলকাতায় থাকতেই তিনি এক ছাত্রীকে পড়াতেন। ভবানীপুরের পূর্ণ সিনেমার পিছনে জমিদার গিরিজা শঙ্কর ভট্টাচার্যের কন্যা আশুতোষ কলেজের ছাত্রী জ্যোতিকে তিনি ফিলজফি পড়াতেন। জ্যোতি পরে আর্ট কলেজ থেকেও ডিগ্রি পেয়েছেন। বোম্বাইতে তাঁর ছবির অনেক প্রদর্শনী হয়েছে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতি চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কায়স্থ সলিলের সঙ্গে ব্রাহ্মণকন্যা জ্যোতির এই বিবাহ গোপনেই হয়। ঠিক এর কিছু আগে বিখ্যাত পরিচালক বিমল রায়ের সঙ্গে সলিলের পরিচয় করিয়ে দেন ঋত্বিক ঘটক। সলিল তখন “রিকশাওয়ালা” নামের একটি গল্প লিখে ঋত্বিক ঘটকের সহযোগিতায় একটি চলচ্চিত্র তৈরী করার পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি বিমল রায়কে গল্পটির সম্বন্ধে বলেন। কিছুদিন পরে বিমল রায় সলিলকে বোম্বাই ডেকে পাঠান এবং বোম্বাই সিনেমা জগতে তাঁকে কাজের সুযোগ করে দেন। সেই ছবি হল “দো বিঘা জমিন”। সলিল সংসার পাতলেন

বোম্বাই এর শহরতলী বান্দ্রায়। জ্যোতির যত্নে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দিনরাত কাজে মেতে থাকা সলিল ব্যক্তিজীবনে কোনদিন কোন অসুবিধার মুখোমুখি হন নি। তাঁর সাধনায় সহধর্মিণীর ভূমিকা সর্বোচ্চ। তাঁর তিন কন্যার জন্ম হয় এর পরই এদের নাম অলকা, তুলিকা ও লিপিকা। সুরের জগতে এই সব নামই চলে। তাঁর বোম্বাইএর বাড়ীর ঠিকানা ১৬, হিলক্রেষ্ট, পেরি ক্রস রোড বান্দ্রা। তিনি তাঁর তিন কন্যাকে মানুষ করে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। দুই মেয়ে বিদেশে থাকে। জ্যোতিদেবীর চারটি নাতি নাতনী আছে। বড় নাতির একটি পুত্র সন্তানও হয়েছে। কৌতুহলী পাঠকের জন্য তাঁর এ পক্ষের কণিষ্ঠা কন্যার কন্যা অঋণা চ্যাটার্জীর একটি লেখা থেকে তুলে তাঁর পরিবারের ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি ছবি নীচে দেওয়া হল। সলিলের নাতনী সর্বত্র তাঁকে বাপীদাদু বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁকে বাপী নামে চেনে এমন খুব বেশী মানুষ আর জীবিত নাই।

দাঁড়িয়ে বোন লিলি, সলিলের কোলে তুলিকা, লিলির সামনে অলকা, ডাইনে জ্যোতির কোলে লিপিকা।

বিমল রায়ের “দো বিঘা জমিন” সলিলকে বোম্বাই সিনেমা জগতে একরকম প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত “মধুমতী” তাঁকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দেয়। এই সময়ই তাঁর সুরে প্রথম গান রেকর্ড করেন এক অল্পবয়সী মহিলা শিল্পী সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েক বৎসর পরে এই সবিতার পাণিগ্রহণ করেন সলিল, প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না করে। সবিতা স্বামীর জন্য কেরিয়ার ত্যাগ করে শুধু সলিলের গান গাইবেন এই সঙ্কল্পে

বিবাহিত জীবন কাটিয়ে দিলেন। সবিতার দুই পুত্র সুকান্ত ও সঞ্জয়। সবিতার দুই কন্যা অন্তরা ও সঞ্চারী। গানের জগতে সবিতা সুপরিচিত। অন্তরা নিজের গুণেই শিল্পী জগতে প্রতিষ্ঠিত। বাকী দুজন একেবারে অজানা নন। সুকান্ত এখন আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত, সঞ্জয় বাবার ঐতিহ্য বজায় রেখে সুরকার হয়েছেন। এখন মুম্বাইএ কর্মরত। সকলেই বিবাহিত। সলিলের সন্তানেরা তাঁর নাম উজ্বল করছেন। তাদের পরের প্রজন্মও ধরায় অবতীর্ণ। দ্য শো উইল গো অন! এই ধারার বিস্তার ঘটুক। বাঙালী সমাজে সুরের দৈন্যের দিন কেটে যাক।

আবার গানের কথায় আসা যাক। তবে গানের কথার আগেই লেখার কথাটা বলে নেওয়া ভাল। চল্লিশের দশকে সলিল প্রধানত বামপন্থী ভাবাদর্শের কবিতা ও গান লিখেছেন। সবগুলি সংরক্ষিত হয়েছে কিনা বলা শক্ত। তিনি গদ্য রচনাও করেছেন বেশ কিছু। কয়েকটি অত্যন্ত বিখ্যাত, যেমন "ড্রেসিং টেবিল" ছোট গল্প। আবার তাঁর লেখা "রিকশাওয়ালা" গল্পটি বা তার চলচ্চিত্র রূপ "দো বিঘা জমিন" জগতবিখ্যাত। সলিল চৌধুরী একজন সফল সাহিত্যিক ছিলেন বললে কোন অত্যুক্তি করা হবে না। তাঁর অনেক রচনা পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশই লুপ্ত হয়নি। ভাবীকালের পক্ষে সলিলকে বোঝা বা তাঁর রচনার গুণমান উপলব্ধি করার উপাদান সমাজে প্রচুর রয়েছে। এই সব কাজ করার উদ্যেশ্যেই তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের উদ্যোগে "সলিল চৌধুরী ফাউণ্ডেশন অফ মিউজিক, সোস্যাল হেল্প অ্যাণ্ড এডুকেশন ট্রাষ্ট" গঠিত হয়েছে। উৎসাহী পাঠকেরা এ সব হয়ত জানেন। যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্য এই প্রসঙ্গের উত্থাপনা করা হল।

বিশেষজ্ঞদের মতে সলিলবাবুর সঙ্গীতজীবনের দুটি যুগ বা অবস্থায় দুটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টির উদ্যোগ দেখা যায়। কারও মতে মোটামুটি ১৯৪২-১৯৫২ হল আদর্শবাদী যুবক অ্যামেচার সঙ্গীতজ্ঞ কাম লেখক কাম কমরেড সলিল চৌধুরীর যুগ। আর ১৯৫২- ১৯৯২ হল যুগন্ধর সঙ্গীতজ্ঞ পরিণত সলিল চৌধুরীর যুগ। তবে এটাকে তিনি ভাগে ভাগ করলেও দোষ হয় না। কারণ জীবনের শেষ দশ পনের বছর সকলেরই "ফেড-আউট" টাইম। সব ভাল জিনিসেরও একদিন সমাপ্তি ঘটে। এবং অবশ্যই সেটা আকস্মিক হয় না। ধীরে ধীরে কাল সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে গ্রাস করে। শেষের পরেও থাকে রেশ। রেশ এর পরে যা থাকে তাকেই কালজয়ী বলা হয়। সলিলের রেশই এখনও শেষ হয়নি। পরের কথা পরে।

সকলে তাঁর কবিতা, বৈপ্লবিক রচনাবলী ইত্যাদির কথা বলে থাকেন। খুব কম লোকেই বলেন তার বাজনার কথা। তিনি সেই আট বছর বয়সে বাঁশী বাজাতে শেখার পর, পরবর্তী এক যুগ বা বার বছরে প্রায় সব রকম যন্ত্রই বাজতে শিখে নিয়েছিলেন। রীতিমত প্রফেশনাল গ্রেডের পারফরম্যান্স দিতে পারতেন তিনি। পিয়ানোয় বসে তাঁর ছবি খুব পরিচিত। তবে তাঁকে তবলায় দেখলে কেউ অবাক হতেন বলে জানা নেই। আর তিনি সমস্ত যন্ত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করেছিলেন। এঁদের অনেকেই তাঁর হাতে তৈরী। মফস্সলের ছেলেও বেশ কিছু ছিল। বোম্বাইতে তাঁদের অনেককে নিয়ে গেছেন। অনেকে নাম করেছেন। সলিল যন্ত্রী চেনার জহুরী ছিলেন। অনেক

নামের মধ্যে কি ধরণের মানুষ ছিলেন, একটা কথা বললেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। বিখ্যাত তামিল সঙ্গীত পরিচালক ইলিয়া রাজা চিরদিন মনে রেখেছেন, সলিল তাঁর গীটার শুনে বলেছিলেন "এই ছেলেটা একদিন নাম করবেই"।

তাঁর রচিত গণসঙ্গীতের সংখ্যা কয়েকশ হওয়ার কথা। সি পি আই / সি পি এম সবাই এর রক্ষণাবেক্ষণ করা অপ্রয়োজনীয় মনে করে কাল কাটিয়ে দিয়েছেন। সলিল বাবুর মৃত্যুর কিছু পরে তাঁর অনুগামীরা তখনকার মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল বামফ্রন্টের নেতাদের কাছে অনেক অনুরোধ উপরোধ করেও সেগুলির গতি করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে যা ছিল তাই সম্বল। এর কতকগুলি কয়েক বছর আগে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে নবরূপে গীত হয়ে সি ডি ফর্মে প্রাপ্তব্য। কবিতা বা লিরিক আরও অনেক গুলি আছে। কিন্তু রিমেক করলেও ষাট সত্তর বছর পরে সেই পরিবেশ রিক্রিয়েট করা সম্ভব নয়। আমদের নীচতার জন্য বেশ কিছু জিনিস আমরা চিরতরে হারিয়ে ফেলেছি। যাঁরা একেবারে নবীন বা মধ্যবয়সী তাঁরা "হারানের নাতজামাই" ছবিতে ব্যবহৃত "ও আয় রে আয় ভাই রে" ও "হেই সামালো ধান হো কাস্তেতে দাও শান" গান দুটি শুনে থাকবেন। মেসেজটি হারাবার নয়। তালটি ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

রেডিও বা রেকর্ডে সলিল অনেক আগে আসতে পারতেন। কেন আসেননি তা জল্পনার বিষয়। সম্ভবত সঙ্গদোষে তিনি অস্পৃশ্য ছিলেন। ব্রিটিশ ভারতে কমিউনিষ্টদের মোটেই ভাল চোখে দেখা হত না। তবে মনে রাখতে হবে "গাঁয়ের বধূ" গানের রেকর্ড ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও তাঁর রচনা খুব সম্ভবত দু তিন বছর আগে হয়েছিল। এই একটি গানই সলিলকে এক ধাক্কায় প্রথম সারিতে এনে দেয়। তারপর তাঁকে আর কখনও ফিরে তাকাতে হয়নি। যাঁরা সলিলের ওয়েষ্টার্ণ মোল্ড নিয়ে কচকচি করেন, তাঁরা এই কাহিনীর ওঠা নামায় সুখে দুঃখে কোথাও বিজাতীয় কোন স্বর বা শব্দ খুঁজে বার করতে পারবেন না। এটি ন্যারেশন না কি এক্সপ্রেশন তা তর্কের বিষয় নয়। এটা এভরিথিং। আর তা বুঝবে কান। কাউকে সার্টিফিকেট দিতে হবে না। পর পর গাঁয়ের বধূ, অবাক পৃথিবী, বিদ্রোহ আজ, রানার, নৌকা বাওয়ার গান, ধান কাটার গান করতে করতে ১৯৫১ পেরিয়ে ১৯৫২তে এল সেই বহুচর্চিত ট্রান্‌জিশন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে একই বছরে সলিল ধারার গান, কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "পালকীর গান" প্রকাশিত হল সেই পুরানো ট্রাডিশন বজায় রেখে; প্রায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হল দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "শ্যামল বরণী ওগো কন্যা" ও "ক্লান্তি নামে গো" একেবারে আধুনিক Genre'র দুটি গান। গানের বাজারে সলিল ফুল ফর্মে নেমে পড়লেন। ইতিমধ্যে তিনি বোম্বাই শহরে চলে গিয়ে হিন্দী চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। হাতে প্রচুর কাজ। বোম্বাই যাওয়ার আগে কলকাতায় যে কটি বাঙলা চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তাঁর কয়েকটি মুক্তি হয়ত পায়নি কিন্তু সঙ্গীত সৃষ্টির কাজে তাঁর নৈপূণ্য তার মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। অতি ব্যস্ত সলিল ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত হেমন্ত, উৎপলা, প্রতিমা, দ্বিজেন, সন্ধ্যা এবং শেষে সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে কালজয়ী সব গান তৈরী করলেন। জাতিতে তারা সঙ্কর বা আরও বিশদে বললে ক্যালিডোস্কোপ। ধিতাং ধিতাং, তেলের শিশি, পথে এবার নামো এসবের সঙ্গে ঘুম আয়রে বা রেখো মা

দাসেরে মনে; সব একাকার হয়ে গেল। দ্বিতীয় যুগের প্রথম পর্যায় শেষ। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সলিল মধুমতীর খ্যাতিতে সুনামের উচ্চতম শিখরে পৌঁছে গেলেন। আর জগতে এল "দইয়া রে দইয়া রে" প্রজাপতির উড়ে চলার মেলোডি আর মন কেমন করা "সুহানা সফর"। সলিল ভেসে চললেন কোমলে মধুরে গড়া সুরের মায়াজালে ঘেরা জলতরঙ্গের মিষ্টতায় মোড়া সর্বব্যাপী সুরপ্লাবনের দোলায়। কেউ বুঝুক না বুঝুক সলিল বুঝতেন। সেই প্রবাদবাক্য স্মরণীয় "সিঙ টু ইয়োরসেল্ফ; সিঙ টু দি ডিভাইন"। সলিলের জীবনে এল লতার সুরমাধুর্যের কল্পনা, সবিতার সস্নেহ অনুরাগের আবেশ আর প্রচুর কাজের চাপ। এর পরে লতার কণ্ঠে না যেওনা, সাত ভাই চম্পা ইত্যাদি গানের কথা বাঙালীর কাছে আলোচনা করে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। একই সঙ্গে ঝিল মিল ঝাউয়ের বনে কি উঁকি দিচ্ছিল তা আমরা সবাই জানি। সুরতরঙ্গের প্রবাহে সবাই ভাসতে থাকল। এক দশক সম্মোহনের মধ্যে কেটে গেল বাঙালী শ্রোতার। বিখ্যাত হিন্দী চলচ্চিত্র "আনন্দ" এর ভার্সন গান আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা আর শোন কোন একদিন গানের সঙ্গে এই পর্যায়ের পরিসমাপ্তি বলা যায়। এর পরের দশক চলনসই ও অবক্ষয়ের সময়। তার পর ফেড-আউট।

এই দুই দশক সময়ের মধ্যে সলিল অনেকগুলি বাঙলা চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। গানের তালিকায় চলচ্চিত্র অংশে সব সিনেমার নাম ও গানগুলির বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই তথ্য পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। তাঁর প্রথম সফল ছবি পাশের বাড়ী। তার আগে বরযাত্রী ছবিটির ব্যাপারে তথ্যের ধোঁয়াশা থাকলেও গানদুটি শ্রাতাদের মন জয় করেছিল। পাশের বাড়ী ছবিতে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গাওয়া সবকটি গানই হিট। লোকের মুখে মুখে ঘুরত। দেড় দশক পরে এই ছবির হিন্দি রিমেক "পড়োশন" থিমটির জনপ্রিয়তার প্রমাণ। এর পরে রাত ভর ছবির গানগুলিও সুপ্রযুক্ত এবং সে যুগের আবহে সুন্দর। আবার সাড়া জাগাল, "জাগো মোহন প্রীতম" "একদিন রাত্রে" নামক দ্বিভাষিক ছবিটির সেই বিখ্যাত গান। হাজার হাজার ছেলের নাম প্রীতম রাখা শুরু হল। সলিল লতার ম্যাজিক সত্তার মধ্যে অনুভব করলেন। এর পর বাড়ি থেকে পালিয়ে, গঙ্গা ভালই সফল। কিনু গোয়ালার গলি সীমিত পরিসরে বেশ ভাল। রায় বাহাদুর ও অয়নান্ত দুটি দুরকম। চলনসই বলাই ভাল। লাল পাথর সিচুয়েশন নির্ভর কিছুটা সফল। পাড়ি ও তার বহুপরে কৃত মর্জিন্না আবদাল্লার সব গানই হিট। বড় একটা গ্যাপের পর সিষ্টার ও কবিতা দুটি ছবির গানই জনপ্রিয় হয়েছিল। এর পর সব ছবিই জোড়াতালি, ক্লান্তি, পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি কারণে ততটা রসোত্তীর্ণ হয়নি। বাংলা ছায়াছবিতে সলিলের এই সফর হিন্দী ছবির ফাঁকে ফাঁকে পার্ট টাইম কাজ। বলা যেতে পারে বাই-প্রডাক্ট। তবু সেগুলি নিজের গুণে ইতিহাস। তাদেরও বেশ কয়েকটি ভাষায় রিমেক হয়েছে। জনপ্রিয়তার সেটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সলিলের ফেড-আউট টাইম স্বর্ণযুগের গানেরও বার্ধক্য বা রোগশয্যা। যখন সমাজ পচছে, তখন একজন কি করতে পারে। গান মারা গেছে, লঙ লিভ গান ব্যবসায়ী।

হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে সলিল রীতিমত নূতন পথের দিশারী। তাঁকে সকলে সম্মানের সঙ্গেই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে "দো বিঘা জমিন" থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই চল্লিশ বছর সলিল চৌধুরীর সঙ্গীত

পরিচালনায় সত্তরটি হিন্দী ছবি রিলিজ হয়েছে। তার মধ্যে দশটি সুপার হিট। চোদ্দটি ছবিতে গানের সুর তাঁর নয়, তিনি শুধু নেপথ্য সঙ্গীত বা যন্ত্রবাদনের কাজ করেছেন। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে তাঁর প্রায় পঁচিশটি হিন্দী ছবি তৈরী হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই এটি তাঁর সঙ্গীত পরিচালক জীবনের ফেড-আউট টাইম। কখনও সখনও দু-একটা ঝলক দেখতে পাওয়া গেলেও মনোটনি ও সুরের বৈচিত্র্যের অভাব প্রায়শঃই চোখে পড়ে। তাঁর সুপার হিট ছবিগুলির মধ্যে দো বিঘা জমিন, জাগতে রহো, মধুমতী, কাবুলীওয়ালা, আনন্দ এবং রজনীগন্ধা বাঙালী কানেকশনের জন্য এবং সঙ্গীতের গুণে বাঙালী সমাজে বাঙলা ছায়াছবির সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সলিল চৌধুরী হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে যে পথের দিশারী, পরবর্তী যুগে আরও অনেকে সেই পথে চলে সফল হয়েছেন। শচীন পুত্র রাহুল দেব বর্মণ এই কালচারের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার। তিনি যে ভাবে অ্যাডপ্ট করেছেন সারা জগতে তার তুলনা নাই।

সলিল চৌধুরী মালয়ালম ভাষায় সাতাশটি ছায়াছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে তিনটির শুধু নেপথ্য সঙ্গীত। তিনি মালয়ালম ভাষায় গানও লিখেছেন বেশ কিছু। সবিতা কয়েক ডজন গান রেকর্ড করেছেন মালয়ালম ভাষায়। আর যেসুদাস, মান্না দের নাম না করলে মালয়ালম যাত্রার বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সলিল যা করছেন সবটার ভল্যুম চিন্তা করলে বোঝা যাবে মানুষটি কত পরিশ্রম করতেন। সলিল চৌধুরী সাতটি তামিল চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। এছাড়া তিনি, কানাড়া, তেলেগু, উড়িয়া, অসমীয়া, মারাঠী ও গুজরাটী ভাষার ছবিরও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন।

সলিলের সঙ্গীত যাত্রার দীর্ঘ পথে শেষের দিকে তিনি কন্যা অন্তরাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পুত্র সঞ্জয় একজন সঙ্গীত পরিচালক এবং মিউজিক অ্যারেঞ্জার হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রেকর্ডিং স্টুডিওটি তেমন সফল হয়েছে বলা ঠিক হবে না। একা মানুষ কত করবেন? স্বাস্থ্য ক্রমশঃই কালের প্রভাব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছিল। ভুলে গেলে চলবে না, সারা ভারত জুড়ে সুরের কারবার করতে গেলে, ভ্রমণের ধকল, থাকা খাওয়ার অনিয়ম, আর শরীরের অযত্ন না হয়ে উপায় নাই। সে সবের ফল তাঁর জীবনকে দীর্ঘতর হতে দেয় নি। সবাইকে কাঁদিয়ে সলিল চৌধুরী স্বর্গলোকে গমন করলেন ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর।

গীতিকার সলিল চৌধুরী

গানের প্রথম ছত্র	শিল্পী	সুরকার	রেকর্ড নং	বৎসর
গাঁয়ের বধূ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	GE 7553	১৯৪৮
নন্দিত নন্দিত দেশ আমার	সলিল চৌধুরী ও গীতা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	JNG5931/ JNGS6314	১৯৪৮
নবারুণ রাগে রাঙো রে অন্ধ কারা বন্দী দেশ	সলিল চৌধুরী ও গীতা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৪৮
হেই সামালো হেই সামলো	সলিল চৌধুরী ও গীতা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	JNG5932	১৯৪৮
ও মোদের দেশবাসী রে	সলিল চৌধুরী ও গীতা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৪৮
ও আলোর পথযাত্রী (গানটি মান্না দে, সবিতা চৌধুরী ও সম্প্রদায় ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় রেকর্ড করেন S/7EPE1158)	প্রীতি সরকার ও দেবব্রত বিশ্বাস	সলিল চৌধুরী	GE7547	১৯৪৯
হাতে মোদের কে দেবে, কে দেবে সেই ভেরী (গানটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় রেকর্ড করেন S/45 NLP 2044)	প্রীতি সরকার ও দেবব্রত বিশ্বাস	সলিল চৌধুরী		১৯৪৯
হয়তো তাকে দেখোনি কেউ হয়তো দেখেছিলে	সুচিত্রা মিত্র	সলিল চৌধুরী	N31180 / 33ESX4257	১৯৫০
নৌকা বাওয়ার গান	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	GE 24005	১৯৫১
ধান কাটার গান	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৫১
আমাদের নানান মতে নানান দলে দলাদলি	সলিল চৌধুরী ও সুচিত্রা মিত্র	সলিল চৌধুরী	GE 7948	১৯৫১
ধন্য আমি জন্মেছি মা তোমার ধূলিতে	সলিল চৌধুরী ও সুচিত্রা মিত্র	সলিল চৌধুরী		১৯৫১
শ্যামল বরণী ওগো কন্যা	দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	GE24163	১৯৫২
ক্লান্তি নামে গো রাত্রি নামে গো	দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৫২
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৫৩
আমার কিছু মনের আশা	উৎপলা সেন	সলিল চৌধুরী	N 82590	১৯৫৩

প্রান্তরের গান আমার	উৎপলা সেন	সলিল চৌধুরী		১৯৫৩
তুমি কোথায় স্বপন আমার সারা হল এখন তুমি কোথায়	তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় গীতা মুখোপাধ্যায়, সনত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য	বিদেশী সুর /সলিল	N82558	১৯৫৩
তুমি আমার না গাওয়া গান না পাওয়া	তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	বিদেশী সুর /সলিল		১৯৫৩
ইস্কাবনের দেশে	বাণী ঘোষাল	সলিল চৌধুরী	N 82637	১৯৫৪
চম্পা আমার ওগো শোন পারুল কুমার	তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	সুধীন দাশগুপ্ত	N82602	১৯৫৪
ধিতাং ধিতাং বোলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	GE 24740	১৯৫৫
পথে এবার নামো সাথী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৫৫
নাও গান ভরে নাও প্রাণ ভরে	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	N 82647	১৯৫৫
পথ হারাবো বলেই এবার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	GE 24911	১৯৫৮
দুরন্ত ঘুর্ণীর এই লেগেছে পাক	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৫৮
সুরের এই ঝর ঝর ঝরণা	সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	N 82791	১৯৫৮
মরি হায় গো হায় এলে যখন আমার	সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৫৮
আঁধারে লেখে গান হাজারো জোনাকি	সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	নচিকেতা ঘোষ	GE24919	১৯৫৮
যা রে উড়ে যা রে পাখী	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	GE24972	১৯৫৯
না যেও না রজনী এখনও বাকী	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৫৯
বাঁশী কেন গায় আমারে কাঁদায়	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	GE25023	১৯৬০
ওগো আর কিছুই তো নাই বিদায় নেবার আগে তাই	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৬০
আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	GE25065	১৯৬১
মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেছে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬১
সাত ভাই চম্পা জাগো রে জাগো রে	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	GE25067	১৯৬১
কি যে করি দূরে যেতে হয় তাই	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৬১
এবার আমি আমার থেকে	শচীন গুপ্ত	সলিল চৌধুরী	JNG 6113	১৯৬১
জানি না জানি না কোন সাগরের	শচীন গুপ্ত	সলিল চৌধুরী		১৯৬১
নিজেরে হারায়ে খুঁজি	মাধুরী চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	JNG 6118	১৯৬১
এবার আমার সময় হলো যে যাবার	মাধুরী চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬১
আহা ঐ আঁকাবাঁকা পথ যায় সুদূরে	শ্যামল মিত্র	সলিল চৌধুরী	N 82984	১৯৬২
যা যারে যা যা পাখী আর কিছু নাই	শ্যামল মিত্র	সলিল চৌধুরী		১৯৬২

যদি জানতে ও তুমি জানতে	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	N82985	১৯৬২
আমি পারিনি বুঝিতে পারিনি	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬২
পাগল হাওয়া কি আমার মতন	জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	JNG 6136	১৯৬২
আমার এ জীবনে শুধু অন্ধ দুটি রাত	জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬২
ভাঙা ঘরে ও বরষা ঝর ঝর তুই	বিষ্ণুপদ দাস	সলিল চৌধুরী	JNG 6135	১৯৬২
মন ময়ুর পঙ্খীর নাও তুলে দিলাম	বিষ্ণুপদ দাস	সলিল চৌধুরী		১৯৬২
এনে দে এনে দে ঝুমকা	সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	N 82974	১৯৬২
মনোবীণায় এখনি বুঝি	সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬২
কেন কিছু কথা বল না, শুধু চেয়ে চেয়ে	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	GE25157	১৯৬৩
ও তুই নয়ন পাখী আমার রে বল কোথায়	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৬৩
আমার প্রতিবাদের ভাষা	দেবব্রত বিশ্বাস	সলিল চৌধুরী	JNG 6156	১৯৬৩
চলো চলো হে মুক্তি সেনানী	দেবব্রত বিশ্বাস	সলিল চৌধুরী		১৯৬৩
যাক যা গেছে তা যাক	শ্যামল মিত্র	সলিল চৌধুরী	N 83039	১৯৬৩
যদি কিছু আমারে শুধাও	শ্যামল মিত্র	সলিল চৌধুরী		১৯৬৩
একদিন ফিরে যাব চলে	দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	GE25162	১৯৬৩
পল্লবিনী গো সঞ্চারিনী	দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬৩
অন্তবিহীন এই অন্ধ রাতের শেষ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	সলিল চৌধুরী	GE25160	১৯৬৩
ঝননা ঝননা বাজে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	সলিল চৌধুরী		১৯৬৩
গুন গুন গুন গুন মন ভ্রমরা	কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	N 83050	১৯৬৩
কাছে থেকে ভুলে গেছে মন	কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬৩
ঘুম আয় ঘুম আয় আয় ঘুম আয়রে	সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	N 83051	১৯৬৩
ঝিল মিল ঝাউএর বনে ঝিকিমিকি	সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬৩
কি আর কহিব বলো আমার ভুবনে	মাধুরী চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	JNG 6174	১৯৬৩
আজি শরতের আকাশে	মাধুরী চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬৩
যা রে যা আমার আশার ফুল ভেসে যা	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	N 83136	১৯৬৫
কিছু কথা আছে শোন	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৬৫
যা রে যা, যা ফিরে যা মন	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	GE 25263	১৯৬৬
গুন গুন মন ভ্রমরা কোথা যাস কিসের ত্বরা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬৬
লাগে দোল পাতায় পাতায়	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	N 83187	১৯৬৬
ওই ঘুম ঘুম ঘুমন্ত পাহাড়ে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৬৬
জীবনে যা কিছু ছিল মোর সাধের	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	GE 25291	১৯৬৭

যদি নাম ধরে তারে ডাকি কেন	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬৭
মন লাগে না, নিশিদিন নিশিদিন	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	N 83254	১৯৬৭
কে যাবি আয়	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৬৭
যাক না মুছে যাক স্মৃতিটুকু শুধু থাক	গীতা দত্ত	কানু ঘোষ	N83230	১৯৬৭
সোনায় ঢেকে অঙ্গ কেন এত রঙ্গ করে	গীতা দত্ত	কানু ঘোষ		১৯৬৭
জীবন গান গাহে কে যে সুর বুঝি না	আশা ভোঁসলে	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	GE25300	১৯৬৭
ঐ পথ দূরে দূরে স্বপন মাঝারে মেশা	আশা ভোঁসলে	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর		১৯৬৭
সুনয়নী সুনয়নী আর এ পথে	নির্মলেন্দু চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	N 83236	১৯৬৭
হায় হায় কি হেরিলাম মন যে হারাইলাম	নির্মলেন্দু চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৬৭
মিটি মিটি তারারা নীল নীল আকাশে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	N 83240	১৯৬৭
বোলো না ভুলিতে বোল না গো আর	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৬৭
ওই যে সবুজ বনবীথিকা	মাধুরী চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	N 83239	১৯৬৭
গুন গুন ফাগুন শেষ হলে	মাধুরী চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬৭
ঝড় ঝড় মোর বক্ষের কাছে	বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	JNG 6222	১৯৬৭
ঝির ঝির ঝির ঝির ঝরে দুরন্ত ঝর্ণা	বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬৭
যায় যদি যাক না এই মন মেলে	চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	N 83214	১৯৬৭
যমুনা ধীরে ধীরে বহো না	চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬৭
যদি বারণ কর তবে যাব না যাব না	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	N 83288	১৯৬৮
ও ঝর ঝর ঝর্ণা ও রূপালী বর্ণা	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৬৮
ঝুন ঝুন ময়না নাচো না	মুকেশ মাথুর	সলিল চৌধুরী	N 83292	১৯৬৮
মন মাতাল সাঁঝ সকাল	মুকেশ মাথুর	সলিল চৌধুরী		১৯৬৮
যা রে যা যা মন পাখী	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	N 83289	১৯৬৮
চৈতালী দিনে বৈশাখী দিনে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৬৮
শোন কোন একদিন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	GE25354	১৯৬৯
আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬৯
ওরে ওরে ও ওরে মন ময়না	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	45N 83335	১৯৬৯
না মন লাগে না তুমি বিনা	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৬৯
নিসাগামা --- গা গা রে পাখী গা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	45GE25351	১৯৬৯
সজনী গো কথা শোনো যমুনা কুল	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬৯
যাক্ ধুয়ে যাক্ মুছে যাক	শ্যামল মিত্র	সলিল চৌধুরী	45N 83325	১৯৬৯

ধিন তাক্ ক্রুরর ধিন তাক	শ্যামল মিত্র	সলিল চৌধুরী		১৯৬৯
যায় যায় দিন, বসে বসে দিন	বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	45N 83338	১৯৬৯
বাজে ঝনন্ ঝনন্ ছুম ছুম ছনন্	বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬৯
ও বউ কথা কও বলে পাখী	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45N 83334	১৯৬৯
মন ময়ুরী ছড়ালো পেখম তার	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৬৯
ঠিকানা (Both Sides)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সুকান্ত ভট্টাচার্য	45GE25386	১৯৭০
দে দোল দোল দে দোল দোল	লতা মঙ্গেশকর	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	7EPE 1134	১৯৭০
বাদল কালো ঘিরল গো (সহঃ হেমন্ত)	লতা মঙ্গেশকর	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	7EPE 1134	১৯৭০
ওগো মা গঙ্গা মাগো মা গঙ্গা	লতা মঙ্গেশকর	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	7EPE 1134	১৯৭০
শুধু তোমারই জন্যে সুর তাল আর	মানস মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	2067 031	১৯৭০
ও আমার প্রাণ সজনী চম্পাবতী কন্যা	মানস মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৭০
ও প্রজাপতি প্রজাপতি পাখনা মেলো	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	45N 83440	১৯৭১
পা মা গা রে সা তার চোখের ভাষা	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৭১
গহন রাতি ঘনায় জানিনা যাব কোথায়	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	45GE 25414	১৯৭১
সজনী গো সজনী দিন রজনী কাটেনা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
এসো কাছে বসো কিছু কথা বল	তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	45-N 83431	১৯৭১
আর দেরী নেই আমি আসছি	তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৭১
আমি কি বলি বলো না সজনী	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45-N 83443	১৯৭১
আর গান গেয়ে কি হবে বলো	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭১
অন্তবিহীন বড় বড় শূন্য শূন্য দিন	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	45N 83491	১৯৭২
কিছুতো চাহিনি আমি শুধু চেয়ে চেয়ে থাকি	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৭২
ও সখী আর আমি আর যাব না	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45N 83497	১৯৭২
প্রজাপতি প্রজাপতি আমার ইচ্ছা হয়ে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭২
আমি চলতে চলতে থেমে গেছি	পিন্টু ভট্টাচার্য	সলিল চৌধুরী	45GE 25457	১৯৭২
ওগো আমার কুন্তলিনী প্রিয়ে	পিন্টু ভট্টাচার্য	সলিল চৌধুরী		১৯৭২
কিছু আর চাহিব না গো প্রিয়	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	45GE 25493	১৯৭৩
ও নীল নীল পাখী কারে যাস ডাকি	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
গুরু গুরু মেঘের মন্দ্র বাহারে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45N 83456	১৯৭৩

ভাল লাগে না ভাল লাগে না	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৩
হলুদ গাঁদার ফুল দে এনে দে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45-N83514	১৯৭৩
এমনি চিরদিন তো কভু যায় না	অনুপ ঘোষাল	সলিল চৌধুরী	45-N 83539	১৯৭৩
হায় ফাগুন দিন কত রঙীন	অনুপ ঘোষাল	সলিল চৌধুরী		১৯৭৩
নাও গো মা ফুল নাও	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	S/7EPE 3104	১৯৭৫
এ দিন তো যাবে না (সুরকার হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর)	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৭৫
ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৭৫
ও মোর ময়না গো কার কারণে তুমি	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৭৫
ও আমার পদ্ম পাতার দিন ঝরে গেল	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45-N 83571	১৯৭৫
ও সাজ না সাজ না পুজোর বাজে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৫
সন্ধ্যা নেমে এল যে সন্ধ্যা	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45-N 83581	১৯৭৬
ঢেউ লেগেছে মনে বেদনার	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৬
দূরে প্রান্তরে এ গান ধরে কার বাঁশী	ঊষা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	45-N 83582	১৯৭৬
যা যা রে গানের পাখী যা রে	ঊষা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৭৬
আকাশ কুসুম দিয়ে আমি	রাণু মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	45 GE25528	১৯৭৬
কুহেলি রাত একা একা	রাণু মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৭৬
আজ নয় গুন গুন গুঞ্জন (সহঃ আবৃত্তি পাঠ সলিল চৌধুরীর কণ্ঠে)	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	INRECO 2126-3001, 45 LP 2626 7004	১৯৭৭
আজ তবে এই টুকু থাক বাকী কথা পরে হবে	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৭৭
বল কি করে বোঝাই কত যে	ঊষা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	2126-3008	১৯৭৭
ও ফুলের দল আমায় ক্ষমা করিস	ঊষা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৭৭
আমাকে প্রশ্ন করো না	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	7EPE 3193	১৯৭৭
এই তো আমি আবার এসেছি	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৭
তুমি কি কখনও সেই গান শোন	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৭
যাও তবে যাও আর কখনো শুনবে না	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৭
এক যে ছিল মাছি তার নামটি ছিল	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	2526-4009 2416-5154	১৯৭৭
ও আয়রে ছুটে আয় পুজোর গন্ধ	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৭
বুলবুল পাখী ময়না টিয়ে আয় না	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৭
এক যে ছিল দুষ্টু ছেলে সারাটা দিন	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৭

এই রোকো পৃথিবীর গাড়িটা থামাও	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	2226-0245	১৯৭৮
আর দেরী নয়	পঙ্কজ মিত্র	সলিল চৌধুরী		১৯৭৮
ও ভাই রে ভাই	পঙ্কজ মিত্র	সলিল চৌধুরী		১৯৭৮
না না না না গো যেতে দেব না	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	2226-0245	১৯৭৮
পারবো না কিছুতে পারবো না	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৮
ও মাগো মা অন্য কিছু গল্প বলনা	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৮
খুকুমণি গো সোনা বলনা বলনা	সবিতা চৌধুরী ও অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	2226-0246	১৯৭৮
কেউ কখনো ঠিক দুপুরে রায়পুরে।	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৮
থেই থেই তাথেই তাথেই তাতা থেই	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৮
নয়ন বিহীন চোখে স্মৃতিরা চেয়ে থাকে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	2226-0536	১৯৭৯
মন আমার হল কেন যে দুরন্ত ঝর্ণা	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৯
দূরে দূরে থেকনা আর	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৯
ধিনাক তিন নাক তা ধিন	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৯
ও সোনা ব্যাঙ, ও কোলা ব্যাঙ	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	2226-0535	১৯৭৯
এক যে ছিল রাজা হবুচন্দ্র তাহার নাম	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৯
কেন যে কাঁদাও বারে বারে (সহঃ আবৃত্তি পাঠ সলিল চৌধুরীর কণ্ঠে)	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	S/45 NLP 2037 7EPE 3471	১৯৮০
এবার আমি আমার থেকে	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৮০
বড় বিষাদ ভরা রজনী	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৮০
ঝিম চিকি চাক (সহঃ কোরাস)	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৮০
একদিন আমরা সবাই (সহঃ কোরাস) ---- টাইগার হিল	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৮০
সজল সজল মেঘ করেছে আকাশের	দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	S/SEDE3162	১৯৮০
মেঘ বরণ কালো চুলে ঢেকে দুচোখ	দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৮০
কি হল চাঁদ কেন মেঘে ঢেকে গেল	সাগর সেন	সলিল চৌধুরী	N 83612	১৯৮০
এই জীবন এমনি করে আর তো	সাগর সেন	সলিল চৌধুরী		১৯৮০
আজ শরতে আলোর বাঁশী	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	2226-0729	১৯৮০
আর কিছু নাই মনে বিস্মরণে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮০
ঝিলমিল ঝিলমিল ওপারের মঞ্জিল	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮০
সুর খুঁজছি সুর খুঁজছি সুরকে খুঁজে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮০
নাও গান ভরে নাও প্রাণ ভরে	সবিতা চৌধুরী ও	সলিল চৌধুরী	2226-0730	১৯৮০

	অন্তরা চৌধুরী			
একানড়ে কানে কড়ে তেঁতুল পাড়ে	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮০
পুতুল পুতুল খুকুমণির আজকে হবে	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮০
সন্ধ্যারাণী সাঁঝের বেলা রোজ ছিঁড়ে	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮০
ধরণীর পথে পথে ধূলি হয়ে রয়ে যাব	সুবীর সেন	সলিল চৌধুরী		১৯৮০
অধিকার কে কাকে দেয়	সুবীর সেন	সলিল চৌধুরী		১৯৮১
আর কিছু স্মরণে নেই চলন তার	সুবীর সেন	সলিল চৌধুরী	2226-0910	১৯৮১
কিছুদিন পরে আর	সুবীর সেন	সলিল চৌধুরী		১৯৮১
জানি না জানি না কোন সাগরের	সুবীর সেন	সলিল চৌধুরী		১৯৮১
সুখের বাঁধন	সুবীর সেন	সলিল চৌধুরী		১৯৮১
কোন ভাল কবিতার দুটো পঙ্ক্তি দাও	সুবীর সেন	সলিল চৌধুরী		১৯৮১
আমার জীবন তরণী	সুবীর সেন	সলিল চৌধুরী		১৯৮১
দুস্তর পারাবার	সুবীর সেন	সলিল চৌধুরী		১৯৮১
পাগল হাওয়া	সুবীর সেন	সলিল চৌধুরী	2126-3115	১৯৮১
আর দূর নেই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	S/45 NLP	১৯৮১
হাতে মোদের কে দেবে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	2044	
এ জীবন বেশ চলছে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
ওই দূরে দূরে দূরে চেনা সুরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
বেশ তবে ওই কথা থাক	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
দাঁড়াও আমি ঠিক করে নি	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/EJNG1092	১৯৮১
ও মনকে বেঁধে ধরে রাখা তো যায়না	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮১
যতদিন ছিলে কাছে মিলে মিশে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮১
আর কিছু নাই বলার	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮১
ও সঘন সঘন বাদল	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮১
ফাগুন কে ডাকলাম, ফাগুন বলল	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/7EPE3348	১৯৮১
পড়ে থাক পিছে এই গান	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/7EPE3348	১৯৮১
ঝিলিক ঝিলিক করে ঝুমকো কানের	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/7EPE3348	১৯৮১
মন শুধু এই জানে তার চলনে	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/7EPE3348	১৯৮১
কে যাবি আয়	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮১
ধর দেখি ধরতে কি পারবে আমায়	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/EJNG	১৯৮১
হাট্টিমা টিম হাটিম হাটিম মাঠে	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	1093	১৯৮১
এক্কা দোক্কা তেক্কা চিড়িতন রঙ টেক্কা	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮১

না না পুতুল সোনা কেঁদ না	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮১
শোন ভাই ইস্কাবনের দেশে গিয়েছিলাম	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	2426-5124?	১৯৮১
তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮১
একটা কথা মনে জেনো পরিষ্কার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	S/SEDE3180	১৯৮২
যেতে যেতে পথ ভুলেছি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
চুপ করে রইলে কেন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
আর কিছু না অন্তরে শুধু এইটুকু	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
সুখের বন্ধন যেই না চুকালাম	সুবীর সেন	সলিল চৌধুরী	CMR S 107	১৯৮২
আমার জীবন তরণী ঢেউয়ে	সুবীর সেন	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
কোনো ভাল কবিতার দুটো পঙ্ক্তি	সুবীর সেন	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ সাধারণ এ জীবন	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45 PIX 102	১৯৮২
এই সারাটা দেশ জুড়ে আমার ঘর	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
সূর্যের আলো এসে ঘাসে পড়ে	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
কেউ কি আমায় বলতে পারো যুদ্ধ	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
তুমি যদি নদী হতে আমি তরী হতাম	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/7EPE	১৯৮২
ঝিম ঝিম ঝিম দুপুরে মনেরে চুপুর চুপুরে	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী	3400	১৯৮২
চঞ্চল সোনালী পাখনায়	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
কেন ঘুম আসে না সারারাত জেগে	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
কেন মন কেমন কেমন সারাক্ষণ	বনশ্রী সেনগুপ্ত	সলিল চৌধুরী	S/SEDE3178	১৯৮২
এই তো ফের এলাম ফের ফিরে পেলাম	বনশ্রী সেনগুপ্ত	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
একবার দুইবার তিনবার কইলাম	বনশ্রী সেনগুপ্ত	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
মন মন মন থাকাটাই যন্ত্রণা	বনশ্রী সেনগুপ্ত	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
সরস্বতী নদী তীরে কল্পনায় ঘিরে	কার্তিককুমার-বসন্তকুমার	সলিল চৌধুরী	GRE 1149	১৯৮২
নাম তার মল্লিকা কিংবা সে জুঁই	কার্তিককুমার-বসন্তকুমার	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
তালপুকুরে আগুন লেগে এ কি কাণ্ড	কার্তিককুমার-বসন্তকুমার	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
ওহে নন্দলাল শুনছি নাকি মেয়ের বিয়ে	কার্তিককুমার-বসন্তকুমার	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
চলে যে যায় দিন দিন দিন	সুনন্দা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	HG-549	১৯৮২

এই জীবন শুধু দুদিনেরই হায়	সুনন্দা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
আর না এভাবে ভীরুর মত	সুপর্ণা গুহ সহঃ সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	HG-549	১৯৮২
যদি সবার জন্যেই সূর্য চন্দ্র তারা	সুপর্ণা গুহ	সলিল চৌধুরী		১৯৮২
ভালবাসি বলেই ভাববাসি বলি না	হৈমন্তী শুক্লা	সলিল চৌধুরী	S/SEPE3435	১৯৮৩
এবার স্বপ্নের বন্ধন খুলিলাম	হৈমন্তী শুক্লা	সলিল চৌধুরী		১৯৮৩
স্বদেশে বিদেশে যেখানেই থাকি	গৌতম দাশগুপ্ত	সলিল চৌধুরী	JKE 33001 /	১৯৮৩
যদি না আসতে ভালবাসতে	গৌতম দাশগুপ্ত	সলিল চৌধুরী	IND 1005	১৯৮৩
এই পথের শেষ কোথায়	গৌতম দাশগুপ্ত	সলিল চৌধুরী		১৯৮৩
কতবার ছন্দ বদলাবে	গৌতম দাশগুপ্ত	সলিল চৌধুরী		১৯৮৩
ওরে স্মরণ নদীর পারে ডাক দিল	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45N83263	১৯৮৬
এল রে এল এলোমেলো ঝড়ো হাওয়া	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী	PSLP 1605	১৯৮৬
ও সুজন নাইয়া বন্ধু কবে তরী	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮৬
আর বুঝিতে পারি না আর জুঝিতে পারিনা	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮৬
মন মাতাল সাঁঝ সকাল কেন	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮৬
চলে যে যায় দিন	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী	PSLP 1605	১৯৮৬
কী করে জানাব মানাব তারে	অন্তরা চৌধুরী ও সঞ্চারী চৌধুরী	বিদেশী সুর	ক্যাসেট CMR	১৯৮৬
জানো কি তুমি জানো না	অন্তরা চৌধুরী ও সঞ্চারী চৌধুরী	বিদেশী সুর		১৯৮৬
আজ মনে পড়ে শান্ত দুপুরে	অন্তরা চৌধুরী ও সঞ্চারী চৌধুরী	বিদেশী সুর		১৯৮৬
তার কথা মনে পড়ে পড়ে যায় বারেবার	অন্তরা চৌধুরী ও সঞ্চারী চৌধুরী	বিদেশী সুর		১৯৮৬
দুঃসহ দিন রাত দিন বিরামবিহীন	অন্তরা চৌধুরী ও সঞ্চারী চৌধুরী	বিদেশী সুর		১৯৮৬
সঙ্কোচে যে কথা বলিনি সে কথা	অন্তরা চৌধুরী ও সঞ্চারী চৌধুরী	বিদেশী সুর		১৯৮৬
কত কিছু মনে পড়ে কত না দেশ কত সাথী	অন্তরা চৌধুরী ও সঞ্চারী চৌধুরী	বিদেশী সুর		১৯৮৬
কি জানি কেন মন	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	এ মাসের গান	১৯৮৭

গঙ্গা গঙ্গার তরঙ্গে প্রাণপদ্ম ভাসাইলাম	উৎপলেন্দু চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	TPHVS 28083	১৯৮৭
সবার আড়ালে সাঁঝ সকালে	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	PSLP 1670	১৯৮৮
ও আমার প্রাণসজনী চম্পাবতী কন্যা	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৮৮
আমি চলতে চলতে থেমে গেছি	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৮৮
ভুলনা প্রথম সে দিন জীবনের	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৮৮
সাত সকালে মনে দোরে	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৮৮
ধরণীর পথে পথে ধূলি হয়ে রয়ে যাব	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৮৮
এই জীবন কখন দহন কখন মগন	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		১৯৮৮
সবার উপরে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮৮
ভাঙা ঘরে ও বরষা ঝর ঝর	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	C100	১৯৮৮
কোন ভাল কবিতার দুটো পঙক্তি	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	CMR 001	১৯৮৮
এই বার মেনে নিলাম	অন্তরা চৌধুরী ও সঞ্চারী চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮৮
ধনীরাম বসে থাকে দোকানে	অন্তরা চৌধুরী ও সঞ্চারী চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮৮
কেন এলে না বন জোছনায়	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		
মেঘে মেঘে গরজন কবে পাব দরশন	সঞ্জয় চৌধুরী	অন্তরা চৌধুরী		১৯৮৮
ধরণীর পরপারে চলেছি একেলা আমি	সঞ্জয় চৌধুরী	অন্তরা চৌধুরী		১৯৮৮
একদিন দেখবে নেই তো আমি	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	CDNF142500	১৯৮৮
চল মাঝি বৈঠা ধর ওপার যাই।	অন্তরা চৌধুরী	সঞ্জয় চৌধুরী		১৯৮৮
পুরানো হারানো যে কথা	অন্তরা চৌধুরী ও সঞ্চারী চৌধুরী	সঞ্জয় চৌধুরী	ANM 040	১৯৮৯
যদি তুমি কোনদিন এই পাহাড়ে জঙ্গলে	অন্তরা চৌধুরী ও সঞ্চারী চৌধুরী	সঞ্জয় চৌধুরী		১৯৮৯
জানি না কবে তুমি কেমন করে	অন্তরা চৌধুরী	সঞ্জয় চৌধুরী		১৯৮৯
এস বোসনা পাশে বসে কোন কল্পনা	অন্তরা চৌধুরী	সঞ্জয় চৌধুরী		১৯৮৯
ঝনন ঝন বাজে মনোবীনার তারে	অন্তরা চৌধুরী	সঞ্জয় চৌধুরী		১৯৮৯
না না না না না না কেন বোঝ না	অন্তরা চৌধুরী	সঞ্জয় চৌধুরী		১৯৮৯
আর কোন কথা না প্রিয়ে	সৈকত মিত্র	সলিল চৌধুরী	SPHOS23115	১৯৯০
আরও দূরে যেতে হবে	সৈকত মিত্র	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
পুরানো দিন পুরানো মন	সৈকত মিত্র	সলিল চৌধুরী		১৯৯০

আর কিছু নেই ভাবার	সৈকত মিত্র	সলিল চৌধুরী	SPHOS23115	১৯৯০
যেতে হবে দূরের নিশানায়	সৈকত মিত্র	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
কত না কথা ছিল বলবার	সৈকত মিত্র	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
আর কত দিন পিঞ্জরে বসি পাখী	সৈকত মিত্র	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
যেতে দাও নদী হয়ে বনজোছনায়	হৈমন্তী শুক্লা	সলিল চৌধুরী	PSLP 1713	১৯৯০
সে দিন আর কত দূরে	হৈমন্তী শুক্লা	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
সজন বন্ধু ভুল বুঝোনা জীবনের	হৈমন্তী শুক্লা	সলিল চৌধুরী	PSLP 1713	১৯৯০
দে দে রে সখী চোখে নীলাঞ্জন	হৈমন্তী শুক্লা	সলিল চৌধুরী	PSLP 1713	১৯৯০
চঞ্চল ঝিল মিল পাখনায়	হৈমন্তী শুক্লা	সলিল চৌধুরী	PSLP 1713	১৯৯০
মন বন পাখী চন্দনা কোথা যে উড়ে	হৈমন্তী শুক্লা	সলিল চৌধুরী	PSLP 1713	১৯৯০
মন পাখী রে কেন মন উদাস থাকিস	হৈমন্তী শুক্লা	সলিল চৌধুরী	PSLP 1713	১৯৯০
আর না এভাবে ভীরুর মত	হৈমন্তী শুক্লা	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
সহসা আগামী দিনের স্বপ্ন	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী	PSLP 1724	১৯৯০
ও মনকে বেঁধে ধরে রাখা তো যায়না	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী	PSLP 1724	১৯৯০
সুদূরে সুদূরে চেনা চেনা	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
ওরে সুজন মাঝি	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী সহঃ শিবাজী চট্টোঃ	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
অধিকার কে কাকে দেয়	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী সহঃ শিবাজী চট্টোঃ	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
আর কি বলব বলবার কথা শেষ	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী সহঃ শিবাজী চট্টোঃ	সলিল চৌধুরী	PSLP 1724	১৯৯০
চলে যে যায় দিন	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
আর দুর নেই	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
যখন অসহ্য হয় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	PSLP 1724	১৯৯০
এমন সঘন বরষায় তুমি কেন এলে	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	SPHOS 23122	১৯৯০
ও কি যে করি মন যে মানে না	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
একদিন সন্ধ্যায় ঝিরঝির বরষায়	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
ও ভোলা মন বৈরাগী মন	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
জনম জনমের সাথী আমার	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
আমি চাইনি তো কিছু চাইতে	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
এই হাসি এই গান এই বসন্ত	ঊষা উত্থুপ	সলিল চৌধুরী	GATHANI 5000	১৯৯৫
হেঁইও হো হো হেঁইও ও মাঝি ভাই ও	ঊষা উত্থুপ	সলিল চৌধুরী		১৯৯৫

ময়নামতীর গাঁ, গুনগুনিয়ে গা	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	IP-6246	২০০২
ও সঘন সহন বাদল গগনে গরজে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	IP-6246	২০১২

আকাশবাণী / রম্যগীতি

ঝিলমিল ঝিলমিল ওপারের মঞ্জিল	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৫৯
ময়নামতীর গাঁ গুনগুনিয়ে যা	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৫৯
কে ঢেউ আগলে আজ হৃদয় সরসী	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৬১/৬২
হলুদ গাঁদার ফুল দে এনে দে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৬৪
উত্তরে যার মৌন তুষার সুর প্রবীর মজুমদার	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬৪
কাশ্মীর পাঞ্জাব সিন্ধু রাজস্থান সুর অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৬৪
স্বদেশ আমার স্বপ্ন আমার সুর অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়			১৯৬৪
কেন এ মন কেমন কেমন করে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৬৫
কিছু কিছু কথা আছে কওয়া যায়না	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	১৯৭১?	১৯৬৯
তুমি এখন আমার মনে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৬৯
কিছু যেন ভাল নাহি লাগে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৬৯
শুধু তোমারই জন্যে সুর তাল আর	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭০
অন্তর মন্দিরে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭০
গোধূলির ক্লান্ত ছায়া নামে যে ধীরে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৭০
মন ময়ুরী ??	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭০
চলে যে যায় দিন দিন দিন	শ্যামল মিত্র	সলিল চৌধুরী		১৯৭১
ওগো সুরঙ্গনা আমার এ ভাবনা	শ্যামল মিত্র	সলিল চৌধুরী		১৯৭১
শুধু তোমারই জন্যে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭১
সুর খুঁজছি	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭২
ময়নামতীর গাঁ	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭২
কত ঋতু আসে যায়	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭২
এই দেশ এই দেশ (সহঃ মান্না দে)	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭২
আজ শরতে আলোর বাঁশী	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	2226-0729	১৯৭২
ও মন উথালি পাথালি রে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৩
কে ঢেউ জাগালে আজ	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৩

যা রে যা রে বরষা রে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৩
আমি সবার আগে মানুষ	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৪
ঝিল মিল ঝিল মিল	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৪
দূরে দূরে থেক না গো	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৪
আমি চলতে চলতে থেমে গেছি	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৪
না না না যেও না যেও না চলে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৫
গৌরীশৃঙ্গ তুলেছে শির	সমবেত কণ্ঠ	সলিল চৌধুরী		১৯৭৭
ঝঙ্কারো ঝঙ্কারো রুদ্রবীণা	সমবেত কণ্ঠ	সলিল চৌধুরী		১৯৭৭
আমাদের প্রতিবাদের ভাষা	সমবেত কণ্ঠ	সলিল চৌধুরী		১৯৭৭
সুর খুঁজছি সুর খুঁজছি সুরকে খুঁজে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৭৯
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮৩
বাঙলা মাগো (প্রথম ভাগ)	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮৪
বাঙলা মাগো (দ্বিতীয় ভাগ)	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮৪
দুচোখে আশার নদী ছলছল	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮৬
তোমার মালা থেকে একরাশি ফুল সুর দিলীপ রায়	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮৮
কি জানি কেন মন উথালি পাথালি	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৮৮
গুরু গুরু মেঘ গরজে বিজুলি	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		১৯৮৮
জেগে জেগে স্বপ্ন দেখার দিন ছিল	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
তোমার খাতার শেষের পাতায়	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৯০
নমি সূর্য নমি জবাকুসুম	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		১৯৯১

বাঙলা চলচ্চিত্রে গীতিকার সলিল চৌধুরীর গান				
গানের প্রথম ছত্র	শিল্পী	সুরকার	রেকর্ড নং	চলচ্চিত্র বৎসর
				পরিবর্তন

				১৯৪৯
শিমুল শিমুল শিমুলটি করলে আহা কি ভুলটি	ভারতী বসু	সলিল চৌধুরী	GE 7883	বরযাত্রী ১৯৫১
ইছামতী নদীরে আমার যাওরে শুনিয়া	দ্বৈত কণ্ঠ (অজানা)	সলিল চৌধুরী	শুধু ফিল্মে আছে	বাঁশের কেল্লা ১৯৫৩
আহা শোন তিতুমীরের আজব কথা	সমবেত (অজ্ঞাত)	সলিল চৌধুরী	শুধু ফিল্মে আছে	
হেঁইয়া হেঁই হেঁইও বাইওরে নাও	সমবেত (অজ্ঞাত)	সলিল চৌধুরী	শুধু ফিল্মে আছে	
কে যাবি আয় ওরে আমার সাধের নায়	প্রীতি সরকার	সলিল চৌধুরী	শুধু ফিল্মেই আছে, রেকর্ডে নেই	ভোর হয়ে এল ১৯৫৩
সে গান আমি যাই যে ভুলে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	N 76038	একদিন রাত্রে ১৯৫৫
জাগো মোহন প্রীতম জাগো	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	N 76039	
জাগো মোহন প্রীতম জাগো (সমবেত)	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		
এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়	মান্না দে	সলিল চৌধুরী	N 76038	
আমার এ হরিদাসের বুলবুল ভাজা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	N 76099	বাড়ী থেকে পালিয়ে ১৯৫৯
মা গো আমার ডেকো নাকো আর	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		
আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্যামে আইলামরে কইলকাত্তা	শ্যামল মিত্র	সলিল চৌধুরী	শুধু ফিল্মেই আছে	
ইচ্ছা করে পরাণডারে গামছা দিয়া	পঙ্কজ মিত্র	সলিল চৌধুরী	N 77034	গঙ্গা ১৯৬০
গঙ্গা গঙ্গার তরঙ্গে লাল পদ্ম ভাসাইলাম	নির্মলেন্দু চৌধুরী ও সমবেত	সলিল চৌধুরী	N 77034	
ওরে ওরে সুন্দরিয়া নাওয়ের মাঝি	নির্মলেন্দু চৌধুরী ও সমবেত	সলিল চৌধুরী		
সজনী ও সজনী হইবেনি মোর ঘরণী	নির্মলেন্দু চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	N 77033	
গঙ্গা গঙ্গার তরঙ্গে লাল পদ্ম ভাসাইলাম	সবিতা চৌধুরী ও সমবেত	সলিল চৌধুরী		
শিবের আজ বড় রঙ্গ	রত্না সরকার ও সমবেত	সলিল চৌধুরী		
আমায় ডুবাইলি রে আমায় ভাসাইলি	মান্না দে	সলিল চৌধুরী	N 77032	

আহা কি রূপ মরি চঞ্চল চিত্তে উদ্বেল ঢেউ	মৃণাল চক্রবর্তী ও সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	GE 30469	রায় বাহাদুর ১৯৬১
যায় দিন এমনি যদি যায় যাক না	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	GE 30468	
ওগো কে ডাকো আমায় দুবাহু বাড়ায়ে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	GE 30469	
ওগো সবই পেয়েছি সবই যেন হারিয়ে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	GE 30467	
ওগো সবই পেয়েছি তবু সবই যেন	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	GE 30468	
রাত কুহেলী ছড়ান পথ সুদূরে হারান	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	GE 30467	
দখিনা বাতাসে মন কেন কাঁদে	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	GE 30570	কিনু গোয়ালার গলি ১৯৬৪
শ্রাবণ অঝোর ঝরে ব্যাকুল বাতাস কেঁদে মরে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
এ মন হারায়ে যদি যায় যাক না	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	গানটি ফিল্মেই আছে রেকর্ড তৈরি হয়নি।	অয়নান্ত ১৯৬৪
ডেকো না মোরে ডেকো না গো আর	শ্যামল মিত্র ও সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	N 77062	লাল পাথর ১৯৬৪
যা যা যা বাঁশী যা রে দূরে মন লাগে না	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		
বন্ধু রে কেমন করে মনের কথা কই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	GE 30657	পাড়ি ১৯৬৬
বকুল বনের কথা শিউলি ফুলের ব্যথা	আশা ভোঁসলে	সলিল চৌধুরী		
ও ভাই রে ভাই আয় রে আয়	মান্না দে ও সমবেত	সলিল চৌধুরী	BOE 1109	মর্জিনা আবদাল্লা ১৯৭২
মার ঝাড়ু মার ঝাড়ু মেরে ঝেঁটিয়ে	সবিতা চৌধুরী ও অনুপ ঘোষাল	সলিল চৌধুরী		
হায় হায় প্রাণ যায়	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	BOE 1110	
বাজে গো বীণা তুম না তুম না	মান্না দে	সলিল চৌধুরী		
ও দাদাভাই দাদাভাই মূর্ত্তি বানাও	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী	বাংলাদেশের ছবি রেকর্ড নেই	রক্তাক্ত বাংলা ১৯৭২
এ জেনো যে তোমারি মত যুগ যুগ	মান্না দে ও সবিতা	সলিল চৌধুরী		

ধরে	চৌধুরী			
আমি রাজনীতি ফিতির ধার ধারি না	মান্না দে	সলিল চৌধুরী	অসমাপ্ত	এই ঋতুর একদিন ১৯৭৩
কারণ অকারণের বেড়া ভেঙে আমার মন ভরেনি	মান্না দে	সলিল চৌধুরী		
চল কলকাতা চল কলকাতা	অনুপ ঘোষাল	সলিল চৌধুরী		চল কলকাতা ১৯৭৩
ইংরেজীতে LOVE মানে বকওয়াস	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	7EPE 5072	কবিতা ১৯৭৭
হঠাৎ ভীষণ ভাল লাগছে মনে হয়	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		
শুন শুন গো সবে শুন দিয়া মন	কিশোর কুমার	সলিল চৌধুরী	7LPE 2036	
বুঝবে না কেউ বুঝবে না	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		
হ্যাত তেরি মারো গুলি মারো গুলি	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		
আমি তো কুমীর ধরে আনিনি	মান্না দে	সলিল চৌধুরী	7EPE 5072	
বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু	সবিতা চৌধুরী ও সমবেত	সলিল চৌধুরী		সিষ্টার ১৯৭৭
হে হিমেলী হিমেলী রাতে	মান্না দে ও সবিতা চৌধুরী ও সমবেত	সলিল চৌধুরী	2328-0001	
তাই রে নাই রে নাই	সবিতা চৌধুরী অন্তরা চৌধুরী ও সমবেত	সলিল চৌধুরী		
কেন এমন মন করে কেমন	আশা ভোঁসলে	সলিল চৌধুরী	রেকর্ড অপ্রকাশিত	
ওগো সাথী গো স্বপ্ন বেসাতি নিয়ে	শ্যামল মিত্র ও সুলক্ষণা পণ্ডিত	শ্যামল মিত্র	7EPE5086	বন্দী ১৯৭৮
রেল গাড়ী চলে যায় বহুদূর বহুদূর	মান্না দে ও সবিতা চৌধুরী ও সমবেত	সলিল চৌধুরী	7EPE 5112	শ্রীকান্তের উইল ১৭৭৯
ও আমার যত সাধ স্বপন করেছি মনে	আরতি মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
নাম শকুন্তলা তার যেন বৃন্তচ্যুত ফুলভার	কে জে যেসুদাস ও সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		
ঝিম ধরানো হিম ভরানো স্বপ্ন জড়ানো	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	7EPE-2056	জীবন যে রকম ১৭৭৯
একটি স্বপ্ন তার কাছে চিরদিন	আরতি মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		

একমণে আর একমণ দিলে দুইমণ	অনুপ ঘোষাল	সলিল চৌধুরী		
তেরে তুম তানা... তুম তানা নানা।	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		
হে ধিনাক ধিনাক ধিন তাক	সন্তু মুখোপাধ্যায় ও সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	S/7LPE 2084	ব্যাপিকা বিদায় ১৯৮০
এই বাগানে ফুল তোলা মানা সবাই	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		
এখনি কেন যাবে চলে সজনীধনী	মান্না দে	সলিল চৌধুরী		
কুয়াশা আঁচল খোল উষসী উষা	মান্না দে	সলিল চৌধুরী		
ওরে মন গুন গুন গুন সারাদিন	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	2228-0569	পরবেশ ১৯৮০
ও ঘুমের ময়না পাখী নীল আকাশে	আশা ভোঁসলে	সলিল চৌধুরী		
কানা মাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে	সবিতা চৌধুরী অন্তরা চৌধুরী পঙ্কজ মিত্র	সলিল চৌধুরী		
তাক ডুম তাক ডুম নাচ দেখে যা	মান্না দে	সলিল চৌধুরী		
হেই সামলো ধান হো (গণসঙ্গীত)	কোরাস	সলিল চৌধুরী		অকালের সন্ধানে ১৯৮১
মনে পড়ে সেই সব দিন সেই সব ঝরে	কিশোর কুমার।	সলিল চৌধুরী	2228-0537	অন্তর্ঘাত ১৯৮০ (১৯৮৯ এ মুক্তিপ্রাপ্ত স্বর্ণতৃষা ফিল্ম)
ও আমার সজনী গো কেন আছ দূরে দূরে	কিশোর কুমার ও লতা মঙ্গেশকর।	সলিল চৌধুরী		
জানিনা জানিনা এ কি যে হল	লতা মঙ্গেশকর	সলিল চৌধুরী		
ও আমার সজনী গো কেন আছ দূরে	লতা মঙ্গেশকর ও কিশোর কুমার	সলিল চৌধুরী		
টুপ টাপ টুপ টাপ বৃষ্টি পড়ছে	তালাত মাহমুদ	সলিল চৌধুরী	এই হিন্দী ছবিটি অসমাপ্ত	অর্তপ ১৯৮২
তুমি মাতা পিতা তুমি হে	অন্তরা চৌধুরী ও কোরাস	সলিল চৌধুরী	45NLP 3049	প্রতিজ্ঞা ১৯৮৫
একি এ নিয়তির নিঠুর খেলা কেন যুগে	সুরেশ ওয়াদকর ও আরতি মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি	কে জে যেসুদাস	সলিল চৌধুরী		
ও কেন মন উথালি পাথালি কার সে দুচোখে হারাল	সুরেশ ওয়াদকর ও সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45NLP 3049	

কোন এক বনের পশুর কথা তোমায়	অন্তরা চৌধুরী ও কোরাস	সলিল চৌধুরী		
বলো বলো কি তুমি চাও	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	সলিল চৌধুরী		
আর বুঝিতে পারি না জীবনের মানে	কে জে যেসুদাস	সলিল চৌধুরী	7EPE 5111	দেবিকা ১৯৮৫
ও কন কন কাঁকন তুমি বেজ না এখন	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		
তৃষিত নয়নে এসো তাপিত হৃদয়ে এসো	সাগর সেন ও সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		
বসে বসে কেটে গেল কত নদী বহে গেল	সবিতা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		
তুমি বিনা আমি যেন আধখানা	আরতি মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	2228-0738	মৌচোর ১৯৮৫
রসভারে ডগমগ রসবতী রমণী	অনুপ ঘোষাল	সলিল চৌধুরী		
ওরে ভাতার গেছে মৌ আনতে বাঘে নিয়েছে তাকে	অংশুমান রায়	সলিল চৌধুরী		
সাজাইলাম সাধ করে শ্রীমন্ত সদাগরের ডিঙা	শক্তি ঠাকুর	সলিল চৌধুরী		
মুখ তোল মুখ তোল রাই মানিনী	শক্তি ঠাকুর	সলিল চৌধুরী		
আমার দুঃখের সীমা নাই দুঃখ কার কাছে জানাই	মান্না দে	সলিল চৌধুরী	2228-3754	
মেঘ তুই যা যা যা যেথা মোর প্রিয় আছে	আরতি মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
নুই দেশম বাঘান হেই (অজানা ভাষা)	কোরাস	সলিল চৌধুরী		
তুমি বিনা আমি যেন আধখানা	মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
শুধু তোমারই জন্যে সুর তাল আর গান	সুরেশ ওয়াদকর	সলিল চৌধুরী	(প্রকাশ কোং এর ক্যাসেট)	জীবন ১৯৮৬
জানি না বুঝি না কি যে মানে জীবনের	মান্না দে	সলিল চৌধুরী		
জানি দুপুর না হতে সন্ধ্যা ঘনায়	ভুপিন্দার সিংহ	সলিল চৌধুরী		
যদি না আসতে ভাল বাসতে	দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও	সলিল চৌধুরী		

	সবিতা চৌধুরী			
পেয়েছি ছুটি বিদায় দাও ভাই ***	দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
অন্তর্ঘাত ছবিটির নাম বদলে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শর্মিষ্ঠা নাম দিয়ে রিলিজ করা হয়			শর্মিষ্ঠা	১৯৮৯
এই সুন্দরবনের মানুষের কাহিনী শোনাই শোন	অনুরাধা পোড়ওয়াল	সলিল চৌধুরী	1322-0103	হারাণের নাত জামাই ১৯৯১
হেই সামালো ধান হো কাস্তেতে দাও শান	মান্না দে ও সমবেত	সলিল চৌধুরী		
আর কতকাল বলো কতকাল সইব	অনুরাধা পোড়ওয়াল	সলিল চৌধুরী		
আয়রে ও আয়রে ও ভাইরে ও ভাইরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সমবেত	সলিল চৌধুরী		
তোমার বুকে খুনের চিহ্ন খুঁজি	হৈমন্তী শুক্লা	সলিল চৌধুরী		
এই দেশ এই দেশ আমার এই দেশ	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		মহাভারতী ১৯৯৪
চলছে আজ চলছে কাল শান্তি নাই দেশে	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী		
দুরন্ত দুরন্ত যৌবন মধুভরা দুরন্ত মৌবন	হৈমন্তী শুক্লা	সলিল চৌধুরী	শুধু ফিল্মেই আছে	
ও জীবন জীবন রে তোরে চিনতে পারলাম না	পূর্ণদাস বাউল	সলিল চৌধুরী	শুধু ফিল্মেই আছে	
একা এক শূন্যে তাকিয়ে বসে বসে	আশা ভোঁসলে	সলিল চৌধুরী	ছবি অসমাপ্ত রেকর্ড অপ্রকাশিত	সেই সময় ১৯৯৪
দিন গেল দিন গেল মাসের পর বছর	আশা ভোঁসলে	সলিল চৌধুরী		
ও নীল আকাশ উড়ে উড়ে মেঘে মেঘে	অন্তরা চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		
স্বপন আমার হল সারা এখন তুমি কোথায়	তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহঃ গীতা মুখোপাধ্যায়	সলিল চৌধুরী	সারেগামা	